

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: "পবিত্র কোরআনে হযরত সুলাইমান (আ:) " সুলাইমান-২

সুলাইমান (আ:) সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহ

১. সূরা ২১ আল-আশ্বিয়া : আয়াত ৭৮ থেকে ৮২ = ৫ টি

২. সূরা ২৭ আল-নামল : আয়াত ১৫-৪৪ = ৩০ টি

৩. সূরা ৩৪ সাবা : আয়াত ১২ থেকে ১৯ = ৮ টি

৪. সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ৩০ থেকে ৪০ = ১১ টি

৪টি সূরা : মোট আয়াত = ৫৪ টি

তিনটি **Post** এ আয়াতগুলো ব্যাখ্যা সহ পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। এর আগে দুটি **Post**-এ দাউদ (আ:) সংক্রান্ত ৯ টি সূরার ২১ টি আয়াত ব্যাখ্যা সহ পেশ করা হয়েছে।

তাফহীমুল কুরআনের এর ব্যাখ্যা

সুলাইমান (আ:) ছিলেন দাউদ (আ:) এর ছোট ছেলে। দু'জনই আল্লাহর নবী ছিলেন। এবং দু'জনই রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দু'জনকেই অনেক নেয়ামত দান করে ছিলেন।

পৃথিবীতে লৌহ যুগ (**Iron age**) শুরু হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ ও ১০০০ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে। আর এটাই ছিল দাউদ (আ:) এর যুগ।

প্রথম দিকে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের (**HITTITES**) হিত্তী জাতি লোহা ব্যবহার করে। ২০০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত এ জাতির উত্থান দেখা যায়। তারা লোহা গালাবার একটা জটিল পদ্ধতি জানতো। সারা দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে তারা একে কঠোরভাবে গোপন রাখে। পরে ফিলিস্তিনিরা ও এ পদ্ধতি গোপন রাখে। দাউদ (১০০৪-৯৬৫ খ্রি: পূ:) বনি ইসরাইলিদের শাসন হওয়ার পর, লৌহ নির্মাণ শিল্পের যে গোপন কলাকৌশল হিত্তী ও ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তা উন্মোচিত হয়ে যায় এবং লৌহ নির্মাণের এমন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় যার ফলে সাধারণ ব্যবহারের জন্য লোহার কম দামের জিনিসপত্র তৈরি হতে থাকে।

ফিলিস্তিনের দক্ষিণে আদম এলাকা আকরিক লোহার (**Iron Ore**) সমৃদ্ধ ছিল। এ এলাকার অনেক জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ পাওয়া গেছে যেখানে লোহা গলাবার চুল্লি বসানো ছিল। আকবা ও আইলার সাথে সংযুক্ত হযরত সুলাইমান (আ:) জামানার বন্দর ইসয়ুন জাবেরের প্রাচীন নিদর্শনগুলোর মধ্যে যে চুল্লি পাওয়া গেছে, তা পর্যবেক্ষণের পরে অনুমান করা হয়েছে যে, তার মধ্যে এমন সব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো যা আজকের **Blast Furnace** এ প্রয়োগ করা হয়।

বাইবেল ও আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এ বিষয়বস্তুর উপর যে আলোকপাত হয় তা হচ্ছে এই যে, সুলাইমান (আ:) তার রাজত্বকালে নৌবাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটান। একদিকে ইসয়ুন জাবের বন্দর থেকে তার বাণিজ্য বহর লোহিত সাগরে ইয়ামেন এবং অন্যান্য পূর্ব ও দক্ষিণ দেশসমূহে যাতায়াত করতো এবং অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরের বন্দরসমূহে থেকে তার নৌবহর পশ্চিম দেশসমূহে যেতো।

ইসয়ুন জাবের তার সময়ের যে বিশাল চুল্লি পাওয়া গেছে তার সাথে তুলনীয় কোন চুল্লি আজ পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য পাওয়া যায় নি। প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের মতে এখানে আদমের আরাবাহ এলাকার খনি থেকে অশোধিত লোহা ও তামা আনা হতো এবং এই চুল্লীতে গলাবার পর সেগুলো অন্যান্য কাজ ছাড়াও জাহাজ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হতো।

সেকালে সামুদ্রিক সফর পুরাপুরি অনুকূল বাতাসের উপর নির্ভর করতো। দুটি সামুদ্রিক বহর সবসময় তার ইচ্ছা অনুযায়ী এই অনুকূল বাতাস পেতো।

এছাড়াও আল্লাহ সুলেমানকে ক্ষমতা দিয়ে থাকবেন, বায়ু সুলাইমানের হুকুম মতো চলতো **تَجِي بِأَمْرِهِ** হযরত সুলাইমান (আ:) ছিলেন হযরত দাউদ (আ:) এর ছোট ছেলে। তার আসল ইবরানী নাম ছিলো সোলোমোন। এটি ছিল "সলীম" শব্দের সমার্থক। খ্রিস্টপূর্ব ৯৬৫ অব্দে তিনি হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হন এবং খ্রি: পূ: ৯২৬ পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। সুলাইমানের রাজ্য বর্তমান ফিলিস্তিন ও জর্দান রাষ্ট্র সমন্বিত ছিল এবং সিরিয়ার একটি অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সুলাইমানকে যে পশু-পাখির ভাষা শেখানো হয়েছিল, বাইবেলে সে কথা আলোচিত হয়নি। কিন্তু বনি ইসরাইলের বর্ণনাসমূহের এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে (**জুয়িশ Encyclopedia, 11th part, 439 Page**).

জিনেরা যে সুলাইমানের সেনাবাহিনীর অংশ ছিল এবং তিনি তাদের কাজে নিয়োগ করতেন, বাইবেলে এ কথার উল্লেখ নেই। কিন্তু তালমুদ ও রাবিবদের বর্ণনায় এর বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে (**জুয়িশ Encyclopedia, 11th part, 440 Page**).

কোরআনে এখানে জীন, মানুষ ও পাখি তিনটি আলাদা প্রজাতির প্রথমে **ال** (আলিফ লাম) বসানো হয়েছে, তাদের পৃথক পৃথক প্রজাতিকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে।

পিঁপড়ের আধিক্যের কারণে একে ওয়াদি আঁ-নামল (পিঁপড়ের উপত্যকা) নামে অভিহিত করা হয়েছিল। কাতাদাহ ও মুকাতিল বলেন, " **وَادٍ بِلَاءٍ رَضِ الشَّامِ كَثِيرِ النَّمْلِ** " সেটি সিরিয়া দেশের একটি উপত্যকা এবং সেখানে পিঁপড়ের আধিক্য রয়েছে।

একটি পিঁপড়ের পক্ষে নিজের সমাজের সদস্যদেরকে কোন একটি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া এবং এজন্য নিজেদের গর্তে ঢুকে যেতে বলা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোটেই কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

সুলাইমান (আ:) এর শ্রবণেন্দ্রিয় আল্লাহর কালামের মতো সূক্ষ্মতর জিনিস আহরণ করতে পারে তার পক্ষে পিঁপড়ের কথার মতো স্থূল জিনিস (**crude**) আহরণ করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

وزع এর আসল অর্থ রুখে দেয়া।

أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

আমাকে রুখে দাও, আমি তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। তুমি আমাকে যে বিরাট শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছো তা এমন যে, যদি আমি সামান্য গাফেল হয়ে যাই তাহলে নাজানি বন্দেগীর সীমানা থেকে বের হয়ে আমি নিজের অহংকারে মত্ত হয়ে কোথা থেকে কোথায় চলে যাই। তাই হে আমার পরওয়ারদেগার তুমি আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, যাতে আমি অনুগ্রহ অস্বিকারকারী পরিবর্তে অনুগ্রহেরজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীতে পরিণত হতে পারি।

জিন ও মানুষের মতো পাখিদের সেনাদলও সুলাইমানের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবত: সুলাইমান পাখিদের মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদান, শিকার ও এ ধরনের অন্যান্য কাজ করতেন। পাখির "মানতিক" অর্থ পাখির বুলি। মানুষের জন্য সাধারণত "লুগাত" বা "লিসান" শব্দ ব্যবহার করা হয় যার অর্থ ভাষা।

সাবা ছিল আরবের দক্ষিণ এলাকার একটি বিখ্যাত ব্যবসায়ী জাতি। তাদের রাজধানী মারিব বর্তমান ইয়ামেনের রাজধানী সানআ থেকে ৫৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত ছিল। তার উত্থানের যুগে মাইনের রাষ্ট্রের পতনের প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ অব্দে শুরু হয়। এরপর থেকে প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত আরব দেশে তাদের দোদর্ভ প্রতাপ অব্যাহত থাকে।

তারপর ১১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ আরবের দ্বিতীয় খ্যাতিমান জাতি হিমআর তাদের স্থান দখল করে।

আরবে ইয়ামন ও হাদারামউত ও আফ্রিকায় হাবসা (ইথিওপিয়া) পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পূর্ব আফ্রিকা, হিন্দুস্থান, দূরপ্রাচ্য এবং আরবের যত বানিজ্য মিসর, সিরিয়া গ্রিস এবং ইতালির সাথে হতো তার বেশিরভাগ ছিল যা সাবায়ীদের হাতে।

এজন্য এ জাতিটি প্রাচীনকালে নিজেদের ধনাঢ্যতা ও সম্পদশীলতার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বরং গ্রিক ঐতিহাসিকরা তো তাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী জাতি বলে উল্লেখ করেছেন।

ব্যবসায় ছাড়া তাদের সমৃদ্ধির বড় কারণটি ছিল এই যে, তারা দেশের জায়গায় জায়গায় বাঁধ নির্মাণ করে পানি সেচের উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।

ফলে তাদের সমগ্র এলাকা সবুজ শ্যামল উদ্যানে পরিণত হয়েছিল। তাদের দেশের এ অস্বাভাবিক শস্য শ্যামলিমার কথা গ্রিক ঐতিহাসিকরাও উল্লেখ করেছেন যা কুরআন মজীদেও সূরা সাবার ২য় রুকুতে এদিকে ইঙ্গিত করেছে।

হযরত সুলাইমান ও দাউদ লোহিত সাগরের কিনারে ইয়ামন বসবাস রত সাবা জাতি সম্পর্কে জানতেন। যাবুরে উল্লেখ পাওয়া যায়।

হে ঈশ্বর, তুমি রাজাকে (দায়ূদকে) আপনার শাসন, রাজপুত্রকে (সুলাইমানকে) আপনার ধর্মশীলতা প্রদান কর। তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগন নৈবেদ্য আনিবেন। শিবা (অর্থাৎ সবার ইয়ামেনী ও হাবশি শাখাসমূহ) সবার রাজগন উপহার দিবেন।

(গীত সংহিতা ৭২:১-২, ১০-১১)

হুদহুদের কথা থেকে জানা যায়, সেকালে এ জাতটি সূর্য দেবতার পূজা করতো। ইবনে ইসহাক **Genealogies** অভিজ্ঞদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, সাবা জাতির প্রাচীনতম পূর্ব পুরুষ হলে আবদে শামস (সূর্যের দাস) এবং উপাধি ছিল সাবা। বনি ইসরাইলিদের বর্ণনা ও এর সমর্থক। সূরা ২৭ আন-নামল এর ২৬ নং আয়াতে সেজদাওয়াজিব।

বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা কে কি জানে, শোনে ও দেখে, কি অনুভব করে, কি চিন্তা করে ও বোঝে এবং তাদের প্রত্যেকের মন ও বুদ্ধিশক্তি কিভাবে কাজ করে যে সব সম্পর্কে মানুষ আজ পর্যন্ত কোন নিশ্চিত উপায়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পার নি।

এরপরও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর জীবনের যে সামান্যতম পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে তাদের বিস্ময়কর যোগ্যতা ও ক্ষমতার সন্ধান পাওয়া গেছে।

এখন মহান আল্লাহ যিনি এসব প্রাণীর স্রষ্টা তিনি যদি আমাদের বলেন, তিনি তার একজন নবীকে এসব প্রাণীর ভাষা বুঝার এবং এদের সাথে কথা বলার যোগ্যতা দান করেছিলেন এবং সেই নবীর কাছে প্রতিপালিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবার কারণে একটি হুদহুদ পাখি এমনি যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েছিল যার ফলে ভিন দেশ থেকে এই এই বিষয় দেখে এসে নবীকে সে তার খবর দিতো, তাহলে কি আমরা এটা বিশ্বাস করবো না?

সাবার রানী সুলাইমানের দরবারে খবর পাঠালেন এই বলে: আপনার দাওয়াত আপনার মুখে শুনার এবং সরাসরি আপনার সাথে আলোচনা করার জন্য আমি নিজেই আসছি। রানী যখন বায়তুল মাকদাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন তখনকার ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

হুদহুদ বলেছিল যে, রানীর সিংহাসনটি বড়োই জমকালো।

সুলাইমান ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে রানী ও তার সভাসদদেরকে একটি মুজিয়াও দেখতে চাচ্ছিলেন। যেন তারা জানতে পারে, আল্লাহ তার নবীদেরকে কেমন অস্বাভাবিক শক্তি দান করেন এবং এভাবে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হবে সুলাইমান যথার্থ আল্লাহর নবী।

বায়তুল মাকদাস থেকে সবার রাজধানী মায়ারিবের দূরত্ব পাখির উড়ে চলার পথের হিসাবে কমপক্ষে ১৫০০ মাইল ছিল।

এতদূর দেশ থেকে এক সম্রাজ্ঞীয় সিংহাসন এত কম সময়ে উঠিয়ে নিয়ে আসা কোন মানুষের কাজ হতে পারতো না।

চিন্তা করলে এটা বুঝা যায়, একজন প্রকৃত জিনের পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল বলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে।

কিতাবের জ্ঞান সম্পন্ন এ ব্যক্তি কে ছিল, (যে জিনের চেয়েও দ্রুত গতিতে, চোক্ষের পলক ফেলার আগেই সিংহাসনটি নিয়ে এল), তার কাছে কোন বিশেষ ধরনের জ্ঞান ছিল এবং যে কিতাবের জ্ঞান তার আয়ত্বাধীন ছিল সেটি কোন কিতাব ছিল, এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ও নিশ্চিত কথা বলা সম্ভবপর নয়। কোরআন বা সহীহ হাদীসে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করা হয় নি।

ঐ ব্যক্তি কোনোক্রমেই জীন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না এবং তার মানব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা মোটেই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নয়। তিনি কোন অস্বাভাবিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার এই জ্ঞান আল্লাহর কোন কিতাব থেকে সংগৃহীত ছিল।

জীন নিজের দৈহিক শক্তি বলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে (রাজদরবার ২/২.৫ ঘন্টার বেশি হয় না সাধারণত) সিংহাসন উঠিয়ে আনার দাবি করেছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি আসমানী কিতাবের শক্তি বলে মাত্র এক লহমায় মধ্যে তা উঠিয়ে আনলেন।

চোখের পলক ফেলতেই ১৫০০ মাইল দূর থেকে একটি সিংহাসন কেমন করে উঠে এল? স্থান-কাল, বস্তু ও গতি সম্পর্কে যে ধারণা আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তৈরি করে রেখেছি সে সবার যাবতীয় সীমারেখা কেবলমাত্র আমাদের নিজেদের জন্যই সংগত। আল্লাহর জন্য এসব ধারণা সঠিক নয় এবং তিনি এসব সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নন। তার সামান্য একটি ইশারায় সাবার রানীর সিংহাসনকে আলোকের গতিতে চালিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। মো'রাজের ঘটনাও তেমনি আল্লাহর কুদরত।

الصَّافِنَاتُ الْجَيَادُ অর্থ হচ্ছে এমন সব ঘোড়া যেগুলো দাঁড়িয়ে থাকার সময় অত্যন্ত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, লাফালাফি দাপাদাপি করে না এবং যখন দৌড়ে অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়ে।

خير আরবিতে এই শব্দটি ব্যবহার হয় বিপুল সম্পদ অর্থে এবং ঘোড়ার জন্য পরোক্ষ অর্থেও ব্যবহার হয়। সুলাইমান যেহেতু ঐ ঘোড়াগুলোকে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য রেখেছিলেন তাই তিনি "খাইর" শব্দের মাধ্যমে ঘোড়াগুলোকে চিহ্নিত করেছেন।

হযরত সুলাইমান (আ:) এর সামনে যখন উন্নত ধরনের ভাল জাতের ঘোড়ার একটি পাল পেশ করা হল তখন তিনি বললেন, অহংকার বা আত্মসন্ত্রিস্তা করার জন্য অথবা শুধুমাত্র আত্মস্বার্থে খাতিরে এ সম্পদ আমার কাছে প্রিয় নয়। বরং এসব জিনিসের প্রতি আমার আকর্ষণকে আমি আমার রবের কালেমা বুলন্দ করার জন্য পছন্দ করে থাকি। তারপর তিনি সে ঘোড়াগুলোর দৌড় করালেন এমনকি সেগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। এরপর তিনি সেগুলো ফেরত আনালেন। ফেরত আসার পর সুলাইমান ঘোড়াগুলোর পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে আদর করে হাত বুলাতে লাগলেন।

দেখো, সে আমার কত ভালো বান্দা ছিল, বাদশাহীর সাজ-সরঞ্জাম তার কাছে পছন্দনীয় ছিল দুনিয়ার খাতিরে নয় বরং আমার জন্য পবিত্র কোরআনে হযরত সুলাইমান (আ:) আর উচ্চ মর্যাদা ও মহিমাম্বিত বন্দেগীর কথা প্রথমে বলা হয়েছে তারপর বলা হয়েছে তাকেও পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল। তারপর তার বন্দেগীর এ কৃতিত্ব দেখান যে, যখন তার সিংহাসনে একটি দেহাবয়ব এনে ফেলে দেয়া হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গেই সুলায়মান নিজের পদস্থলন সম্পর্কে সজাগ হন, নিজের রবের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং যে কথার জন্য তিনি ফিতনার (পরীক্ষার) সম্মুখীন হয়েছিলেন নিজের সে কথা ও কার্যক্রম ফিরে আসেন।

আল্লাহর নিরপেক্ষ সমালোচনা, পর্যালোচনা ও জবাবদিহি থেকে সাধারণ তো দূরের কথা নবীরাও বাঁচতে পারে নি। অপরাধ করে ঘাড় বেকা করে থাকা বান্দার জন্য সঠিক কর্মনীতি নয়। যখনই সে নিজের ভুল অনুভব করবে, তখনি বিনীতভাবে নিজে রবের সামনে ঝুঁকে পড়বে। এই কর্মনীতির ফল স্বরূপ মহান আল্লাহ যা মনীষীদের পদস্থলন কেবল ক্ষমাই করে দেন নি বরং তাদের প্রতি আরও বেশি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন। সুলাইমানের মনে সম্ভবত এ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তার পরে তার ছেলে হবে স্থলাভিষিক্ত এবং শাসন ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব তার পরিবারের মধ্যে অব্যাহত থাকবে।

এ জিনিসটিকেই আল্লাহ সুলাইমানের জন্য ফিতনা (পরীক্ষা) গণ্য করেছেন। এবং এ ব্যাপারে তিনি এমন সময় সজাগ হয়েছেন যখন তার পুত্র যুবরাজ রাজু বয়াম এমন এক অযোগ্য তরুণ হিসাবে সামনে এসে গিয়েছিল যার আচরণ পরীক্ষার বলে দিচ্ছিল যে, সে দাউদ ও সুলাইমান (আ:) আর সালতানাত চার দিনও টিকিয়ে রাখতে পারবে না।

সিংহাসনে দেহ নিক্ষেপ করার ভাবার্থ সম্ভবত এই হবে যে, যে পুত্রকে তিনি সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন সে ছিল একটি অযোগ্য পুত্র।

এ সময় তিনি নিজের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে এ মর্মে আবেদন জানান যে, এ বাদশাহী যেন আমার পরে শেষ হয়ে যায় এবং আমার পরে আমার বংশের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অব্যাহত রাখার আকাঙ্ক্ষা আমি প্রত্যাহার করলাম। এবং সুলাইমান নিজের পরে আর কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য অসিয়াত করে যান নি।

الريح عاصفة প্রবল বায়ু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সূরা আশ্বিয়ায়। আর এখানে সেই একই বাতাস সম্পর্কে বলা হচ্ছে

تَجْرِي بِأَمْرِه رُخَاءً তার হুকুমে বাতাস মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হতো। এর অর্থ বাতাস মূলত প্রবল ছিল, যেমন বাতাস চালিত জাহাজ চালাবার জন্য প্রবল বায়ুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু সুলাইমানের জন্য বাতাসকে মৃদুমন্দ করে দেয়া হয়েছিল যে, তার বানিজ্য ভর যেদিকে সফর করতে চাইতো সেদিকেই বাতাস প্রবাহিত হতো।

শয়তান বলতে জিন বুঝানো হয়েছে। আর শৃঙ্খলিত জীন বলতে এমন সব সেবক জীন বুঝানো হয়েছে যাদেরকে বিভিন্ন দুষ্কর্মের জন্য বন্দি করা হতো। এটা জরুরি নয় যে লোহার বেড়ি ও জিঞ্জির দিয়ে জিনগুলোকে বাধা হতো এবং শৃঙ্খলিত অবস্থায় প্রকাশে (মানুষের মতো) দেখতে পাওয়া অপরিহার্য ছিল না। মোটকথা তাদেরকে এমন পদ্ধতিতে বন্দি করা হতো যার ফলে তারা পালাবার ও কুকর্ম করার সুযোগ পেতো না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন-নামল ২৭:২৭ থেকে ৪৪

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾

সুলাইমান বলিল, "আমি দেখিব তুমি কি সত্য বলিয়াছ, না তুমি মিথ্যাবাদী?" (সূরা আন-নামল ২৭:২৭)

اِذْهَبْ بِكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهٖ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَاَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

তুমি যাও আমার এই চিঠি লইয়া এবং ইহা তাহাদের নিকট অর্পণ কর; অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাহাদের প্রতিক্রিয়া কী? (সূরা আন-নামল ২৭:২৮)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلٰٓئِكَةُ اِنِّيْ اُلْقِيْتُ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا كَرِيْمًا ﴿٢٩﴾

সেই নারী বলিল, হে পরিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে; (সূরা আন-নামল ২৭:২৯)

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾

ইহা সুলাইমানের নিকট হইতে এবং ইহা এই: দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে; (সূরা আন-নামল ২৭:৩০)

أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾

'অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করিও না, এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।'
(সূরা আন-নামল ২৭:৩১)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا
حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

সেই নারী বলিল, 'হে পরিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও. আমি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিত।' (সূরা আন-নামল ২৭:৩২)

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأَوْلُوا بِأَسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي
مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

উহারা বলিল, 'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কি আদেশ করিবেন তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন।' (সূরা আন-নামল ২৭:৩৩)

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً
أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۗ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٣﴾

সে বলিল, "রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান বাক্তীদেরকে অপদস্ত করে, ইহারাও এইরূপ করিবে;" (সূরা আন-নামল ২৭:৩৪)

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظِرُهُمْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

'আমি তাহাদের নিকট উপটোকন পাঠাইতেছি, দেখি, দূতেরা কি লইয়া ফিরিয়া আসে।'

(সূরা আন-নামল ২৭:৩৫)

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أُمِدُّونَنِي بِمَالٍ ۖ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا
آتَيْتُكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

দূত সুলাইমানের নিকট আসিলে সুলাইমান বলিল, "তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করিতেছ? আল্লাহ আমাকে যাহা দিয়েছেন, তাহা তোমাদেরকে যাহা দিয়েছেন তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অথচ তোমরা তোমাদের উপটোকন লইয়া উৎফুল্ল বোধ করিতেছ।" (সূরা আন-নামল ২৭:৩৬)

إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ
مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ ضَعُفُونَ ﴿٢٤﴾

উহাদের নিকট ফিরিয়া যাও, আমি অবশ্যই উহাদের বিরুদ্ধে লইয়া আসিব এক সৈন্যবাহিনী যাহার মুকাবিলা করিবার শক্তি উহাদের নাই। আমি অবশ্যই উহাদেরকে সেখান হইতে বহিস্কার করিব লাঞ্ছিতভাবে এবং উহার হবে অবনমিত। (সূরা আন-নামল ২৭:৩৭)

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي
مُسْلِمِينَ ﴿٢٨﴾

সুলাইমান আরও বলিল, "হে আমার পরিষদবর্গ! তাহারা আত্মসমর্পন করিয়া আমার নিকট আসিবার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তাহার সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিবে?" (সূরা আন-নামল ২৭:৩৮)

قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٢٩﴾

এক শক্তিশালী জ্বিন বলিল, "আপনি আপনার স্থান হইতে উঠবার পূর্বেই আমি উহা আনিয়া দিব এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত?" (সূরা আন-নামল ২৭:৩৯)

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ
 إِلَيْكَ ظَرْفُكَ ۖ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ
 رَبِّي ۗ لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
 لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٣٠﴾

কিতাবের জ্ঞান যাহার ছিল, সে বলিল, 'আপনি চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব।' সুলাইমান যখন উহা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখিল তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাহাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন-আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ. যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই কল্যানের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব। (সূরা আন-নামল ২৭:৪০)

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا
 يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

সুলাইমান বলিল, "তাহার সিংহাসন আকৃতি অপরিচিত করিয়া বদলাইয়া দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না সে বিভ্রান্তদের শামিল হয়;" (সূরা আন-নামল ২৭:৪১)

فَلَمَّا جَاءَتْ قَيْلَ أَهْكَذَا عَرُّشِكَ ط قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ؕ وَأُوتِينَا
 الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٢٢﴾

সেই নারী যখন আসিল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তোমার সিংহাসন কি এইরূপ?" সে বলিল, "ইহা তো যেন উহাই।" আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি। (সূরা আন-নামল ২৭:৪২)

وَ صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ
 الْكٰفِرِينَ ﴿٢٣﴾

আল্লাহর পরিবর্তে সে যাহার পূজা কৃত তাহাই তাহাকে (আল্লাহর) সত্তা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, সে ছিল কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আন-নামল ২৭:৪৩)

قِيلَ لَهَا ادْخِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ
 سَاقِيهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّرَدٌّ مِّنْ قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي
 ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

তাহাকে বলা হইল, "এই প্রাসাদে প্রবেশ করো।" যখন সে উহা দেখিল তখন সে উহাকে এক গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে তাহার পদদ্বয় অনাবৃত করিল। সুলাইমান বলিল, 'ইহা তো স্বচ্ছ স্ফটিক মন্ডিত প্রাসাদ।' সে নারী বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছিলাম, আমি সুলাইমানের সঙ্গে জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করিতেছি।' (সূরা আন-নামল ২৭:৪৪)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা দোয়া করি, মহান পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ তা'আলা আমাদের বক্ষকে খুলে দিন, যাতে করে আমরা পবিত্র কোরআন সহীহ তেলাওয়াত করতে পারি, পবিত্র কোরআনের অর্থ বুঝতে পারি, এবং সে মোতাবেক আমরা সঠিক আমল করতে পারি। আমরা আপনার কাছে দোষ স্বীকার করে তওবা করছি, আপনার কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। মেহেরবানী করে আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আমাদেরকে মৃত্যুর পরে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ